দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 10 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

জাতীয়তাবাদী শিক্ষকরা অবহেলিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অনিয়ম, দলবাজি, ইত্যাদি কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের ইসলামবিরোধী মনোভাব ও চরম দলীয়করণের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টির সামগ্রিক পরিবেশ যখন মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটেছিল তখন জোট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত ডঃ মুস্তাফিজুর রহমানকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে, সেই ডঃ মুস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধেই ভূরি ভূরি দুর্নীতি ও

(১৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভিসির বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি বর্তমান জোট সরকারের নীতি ও আদর্শ বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় কিছু শিক্ষক নিয়োগ, অস্তিত্বহীন হাফেজিয়া মাদ্রাসার নামে অর্থ সংগ্রহ, মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থানকে ধ্বংস করার পায়তারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে যে অভিযোগ পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, ড. মুস্তাফিজুর রহমান ভিসি হওয়ার পর ৪টি বিভাগের প্রভাষকের ১২টি পদের বিপরীতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু এই ২৬ জনের মধ্যে কয়েকজন জামায়াত শিবির সমর্থিত ছাড়া বাকী সবাই আওয়ামীপন্থী বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিএনপিপন্থী হিসাবে যারা বিবেচিত তাদের অবজ্ঞা করছেন। তার আচরণকে অনেকেই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ পরিপন্থী হিসাবে অভিহিত করেছেন। যেমন, অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বিএনপিপন্থী হিসাবে পরিচিত বলে একজন শিক্ষককে আল হাদীস এন্ড স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি না বানিয়ে ভিসির একজন নিকট আত্মীয়কে সভাপতি বানানো হয়েছে। অথচ ভিসির ঐ নিকট আত্মীয় ঐ শিক্ষকের চেয়ে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন।

জানা গেছে যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর নিয়োগ নির্বাচনী বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবরই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার। কিন্তু অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ঐ কমিটি বাতিল করে ভিসি আওয়ামীপন্থী কর্মকর্তা নিয়ে কমিটি গঠন করেন। এবং নিজেই কমিটির চেয়ারম্যান হন। মূলত বর্তমান ট্রেজারার জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী বলে তাকে ঐ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়নি। সেই সঙ্গে আসল লক্ষ্য ছিল আওয়ামীপন্থীদের চাকরি দেওয়া।

ভিসি'র বিরুদ্ধে এ রকম অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে। তিনি ভিসি হওয়ার পরপর জামায়াত ছাড়া জাতীয়তাবাদীদের পরিত্যাগ করে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলেন। সে কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৪৩টি প্রশাসনিক পদের মধ্যে দু'টি হলের প্রভোস্টসহ ১৭টি প্রশাসনিক পদ এখনো আওয়ামী লীগ সমর্থিত 'বঙ্গবন্ধু' পরিষদের শিক্ষকরা দখল করে আছে। সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নেতা ও জনতার মঞ্চের লোকজন।

ভিসি মুস্তাফিজুর রহমানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে ফাজিল, কামিল মাদ্রাসার জন্য স্বতন্ত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে কুষ্টিয়ার শাস্তিড়াঙ্গাস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য করার সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিটির অন্যান্য সদস্য প্রতিবাদ করায় শেষ পর্যন্ত ঐ সুপারিশ গৃহীত হয়নি। তবে তিনি তার সুপারিশ কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন মহলে লবিং করছেন বলে জানা গেছে। এই সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আলেম সমাজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা এই সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে, যা ভবিষ্যতে জোট সরকারের জন্য প্রচণ্ড হুমকি হিসাবে দেখা দেবে। পর্যবেক্ষকরা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র এ ধরনের পদক্ষেপকে বিএনপি তথা জোট সরকারের বিরুদ্ধে একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত হিসাবে অভিহিত করেছেন।